আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শহিদদের প্রতি ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা

MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র : ফেব্রুয়ারি ২০২০ : দাম-দশ টাকা

পাটশিল্পের অন্তিম যাত্রা : ফেরার পথ কী পৃষ্ঠা-৭

শ্রমিকের অধিকারসমূহ সংগ্রামের পথেই আদায় করতে হবে পৃষ্ঠা-৮

অধ্যাপক অজয় রায় বড় মাপের মানুষ ছিলেন পৃষ্ঠা-১১

Website : www.vanguardonline.info Party Website : www.spb.org.bd /Socialist-Party-of-Bangladesh

বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে
১২টি বাম রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সভা অনুষ্ঠিত

১৫ জানুয়ারি ক্রিয়াশীল ১২টি বাম রাজনৈতিক দল ও জোটের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে নেতৃবৃন্দ

বিদ্যমান ফ্যাসিবাদী শাসন উচ্ছেদ করে জনগণের রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠ : মার্কিন, ভারতসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী শক্তির আগ্রাসন থেকে দেশ ও জনগণকে মুক্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে ঐক্যমত্য।

১৫ জানুয়ারি ২০২০ সকাল ১০টা থেকে দিনব্যাপী দেশের ক্রিয়াশীল ১২টি রাজনৈতিক দল ও জোটের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের এক সভা ৮/৪-এ সেগুনবাগিচাস্থ স্বাধীনতা হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। সভার শুরুতে বাসদ এর পক্ষ থেকে আলোচনার সূত্রপাতের জন্য একটি ধারণাপত্র পাঠ করা হয়। এর পর বক্তব্য রাখেন সিপিবি সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কমরেড মোশাররফ হোসেন নান্নু, বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির কমরেড মোশরেফা মিশু, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কমরেড হামিদুল হক, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ডা. ফয়জুল হাকিম লালা, নয়াগণতান্ত্রিক গণ মোর্চার জাফর হোসেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের মাসুদ খান, ইউপিডিএফ এর উইখ্যা চিং মারমা। আরও বক্তব্য রাখেন সিপিবির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শাহ আলম, অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, কাজী ইকবাল হোসেন, বিপ্লব ভট্টাচার্য, ফিরোজ আহম্মেদ, শহীদুল ইসলাম সবুজ, নাসিমা নাজনীন, বহ্নি শিখা জামালী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, বাসদ এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৮ নভেম্বর ২০১৯ বিএমএ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বামপন্থীদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় বিভিন্ন বাম দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তাগিদ অনুভব করায় ওই সভায় সভাপতির বক্তব্যে বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান খুব শীঘ্রই সকল বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দের সভা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। তারই অংশ হিসেবে বাসদ এর আয়োজনে ১২টি বামপন্থী দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতন্ত্রহীনতা, ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-নারীসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার দাবি ও অধিকার আদায়ের আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, লুণ্ঠন ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং 'বিদ্যমান ফ্যাসিবাদী শাসন উচ্ছেদ করে জনগণের রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা; মার্কিন-ভারতসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী শক্তির আগ্রাসন থেকে দেশ ও জনগণকে মুক্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে ঐক্যমত্য পোষণ করা হয়।'

এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণের জন্য দ্রুত বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিবি'র উপদেষ্টা প্রবীণ জননেতা কমরেড মঞ্জুরুল আহসান খান, বাসদ এর বজলুর রশীদ ফিরোজ, রাজেকুজ্জামান রতন, সিপিবির দিবালোক সিংহ, সাজ্জাদ জহির চন্দন, রুহিন হোসেন প্রিন্স, আহসান হাবিব লাভলু, এমএম আকাশ, মাহবুবুল আলম, ইউপিডিএফ এর নিরুপা চাকমা, বাসদ (মার্কসবাদী)র ফখরুদ্দিন কবীর আতিক, সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টের আব্দুল আলী, রুবেল সিকদার, জাহিদ হোসেন, দিদার, গরিব মুক্তি আন্দোলনের সামছুজ্জামান মিলন, বাসদ এর আবদুর রাজ্জাক, জয়নাল আবেদীন মুকুল, ওয়াজেদ পারভেজ, রওশন আরা রুশো, নিখিল দাস, জুলফিকার আলী, খালেকুজ্জামান লিপন, আহসান হাবিব বুলবুল, শম্পা বসু, ওসমান আলী, আবু নাঈম খান বিপ্লব, সেলিম মাহমুদ, রাহাত আহমেদ, ইমাম হোসেন খোকন, গণসংহতি আন্দোলনের তসলিমা আক্তার, মনির উদ্দিন পাপ্পু, বাচ্চু ভুইয়া, হাসান ফখরি, কমিউনিস্ট লীগের নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

বৃহত্তর বাম ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে বামপন্থী দল ও জোটসমূহের সাথে সভা-মতবিনিময়ের অংশ হিসেবে গত ২১ জানুয়ারি বাম ঐক্য ফ্রন্ট ও ২২ জানুয়ারি গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বাসদ নেতৃবৃন্দের মত বিনিময়সভা ২৩/২ তোপখানা রোডস্থ বাসদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সভা দুটোতে বাসদ নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন ও আবদুর রাজ্জাক। বাম ঐক্য ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাসির উদ্দীন নাসু, ইমাম গাজ্জালি, সরওয়ার মোমেন, মহিন উদ্দীন চৌধুরী লিটন, শওকত হোসেন আহমেদ, এবং গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের ডা. এম এ সামাদ, আবুল কালাম আজাদ, ডা. সামছুল আলম, আবু মাসুম, হারুন চৌধুরী ও সিরাজুল ইসলাম। উল্লেখ্য সবকয়টি সভায় আলোচনার সূত্রপাতের জন্য প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়। তা হলো :

কতিপয় বিবেচ্য বিষয় :

১। শাসকশ্রেণি নিজেদের মধ্যকার শাসন সংকট ও জনজীবনের সমস্যা নিরসনে সম্পূর্ণ অপারগ ও ব্যর্থ। শারীরিক নিধন ও রাজনৈতিক নিঃশেষীকরণ—প্রতিপক্ষ দমনের উভয় প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

২। মুক্তিযুদ্ধের গণআকাঙ্ক্ষা, গণচেতনা ও অঙ্গীকারসমূহ ভূলুণ্ঠিত। তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে দেশ শাসন চলছে।

৩। সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ শাসকগোষ্ঠীর করুণা ও ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় হয়ে পড়েছে।

৪। রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রথা, প্রতিষ্ঠানসমূহ ভঙ্গুর, অকার্যকর ও দলীয়করণকৃত কিংবা স্বেচ্ছানিবেদিত প্রায় হয়ে পড়েছে।

৫।নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা নাই। নির্বাচনী ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা এখনও তৈরি হয়নি। বিচারব্যবস্থা ও আইন প্রাপ্তির বিষয় সর্ব সাধারণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সবচেয়ে বড় আইন ভঙ্গকারী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তারাও গণতান্ত্রিক আইন ও বিধান বঞ্চিত।

৬। দেশি-বিদেশি লুটেরাদের স্বার্থকে সমুন্নত রেখে, অপরিকল্পিত বস্তুগত উন্নয়ন যতো উর্ধ্বমুখী হচ্ছে, মানবতা, মনুষ্যত্ব, নীতি-আদর্শ, চেতনা ততো নিম্নগামী হচ্ছে। উন্নয়নের সিংহভাগ দুর্নীতিতে যাচ্ছে, দুর্নীতিই কথিত উন্নয়নের প্রণোদনায় পরিণত হয়েছে।

৭। ব্যাংক-পুঁজিবাজারসহ গোটা অর্থব্যবস্থা লুণ্ঠনের অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ৬ লাখ কোটি টাকার বেশি বিদেশে পাচারের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

৮। নারী-শিশু ধর্ষণ, নির্যাতন ব্যাপকতা, বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড, গুম-খুন, মামলাবাজি, গায়েবি মামলা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু নিপীড়ন, সবকিছু মিলে নাগরিক নিরাপত্তাহীনতা, উৎকণ্ঠা-শঙ্কা ক্রমবর্ধমান।

৯। শিক্ষা প্রাপ্তি-স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়বহুল, শিক্ষা মানের অবনমন, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের দখলদারিত্ব-সন্ত্রাস ও কর্তৃপক্ষের মদদ শিক্ষাঙ্গন পরিবেশ কলুষিত করে রেখেছে। দুর্নীতিগ্রস্ততা, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, সরকারি বশংবাদিতা প্রায় সকল ক্ষেত্রে দৃশ্যমান।

১০। দখল-দূষণ, ভেজাল লাগামহীন। দ্রব্যমূল্যের বাজার নিয়ন্ত্রণহীন ও সিন্ডিকেটের দখলে। উৎপাদক কৃষক ও ভোক্তা জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত। কৃষক আবাদি ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না, শ্রমিক ন্যায্য মজুরি বঞ্চিত। শ্রম আইন শ্রমিক স্বার্থবিরোধী। প্রবাসগামী এবং প্রবাসী শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণা মর্মান্তিক। অকাল মৃত্যু ও সব হারিয়ে দেশে ফেরা ও প্রতারণার শিকার সংখ্যা বাড়ছে।

১১। বিশাল সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার পরও দেশীয় উদ্যোগে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, জরিপ কাজে সরকারের আগ্রহ নাই। আমদানিতে উৎসাহ। জাতীয় উদ্যোগে স্থল ভূমির অনুসন্ধান-উত্তোলন কাজও স্তিমিত। জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যকর তৎপরতা নেই। সুন্দরবনসহ পরিবেশ বিনাশী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, ঝুঁকিপূর্ণ অতিমূল্যায়িত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন চলছে।

১২। ভারত হয়ে আসা ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আমরা পাচ্ছি না। পানির প্রাপ্যতা দিনে দিনে আরও কমছে যাতে পরিবেশ-প্রকৃতি, অর্থনীতি, জীবনযাত্রা ও অস্তিত্ব হুমকির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে নদী-খাল-জলাশয় দখল-দূষণ অব্যাহত।

১২। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান দূর থেকে আরও বহু দূরবর্তীর দিকে ধাবিত হচ্ছে। দেশে দেশে শত্রুতা সম্পর্ক থেকে তাদের প্রাপ্তির চেয়েও আমাদের খাঁটি বন্ধুত্বের দাবি থেকে প্রাপ্তি নগণ্য। প্রতিশ্রুতির ফাকা আশ্বাসের মধ্যেই সীমিত। বরং প্রতিবেশীদের কার্যকলাপে বৈরীতা বাড়ছে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃক সীমান্ত হত্যা বন্ধ হচ্ছে না। বাণিজ্য ঘাটতি কমছে না। জাতীয় নাগরিক তালিকা (এনআরসি) আর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) খড়গ ঝুলানো হয়েছে বাংলাদেশের মাথার উপর। স্থল সীমান্তে ২ দেশের কাঁটাতার আর উপকূলে ভারতীয় রাডার ঘেরায় ও পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশকে প্রায় অবরুদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে শাসকগোষ্ঠীর নতজানু অবস্থানগত কারণে।

১৩। সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, অপসংস্কৃতির প্রসার, মৌলবাদী ধ্যানধারণা বিস্তার, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রসার, পুঁজিবাদী ভোগবাদ, সামন্ত উগ্র কতৃত্ববাদী মানসিকতা, দার্শনিক সহনশীলতার অভাব, বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদের ঘাটতিসহ নীতি-আদর্শহীনতার প্রকোপ বেড়ে চলেছে।

বিদ্যমান পরিস্থিতি :

১। মানুষ এক শোষকের বদলে আরেক শোষক, এক লুটেরা বুর্জোয়াগোষ্ঠীর বদলে আরেক লুটেরা বুর্জোয়াগোষ্ঠীর প্রতি স্বচ্ছন্দে সমর্থন দান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। বিকল্প ও তার শক্তি সামর্থ্য দৃশ্যমান না হওয়ায় রাজনীতির গতি দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু থমকে দাঁড়ানো অবস্থান তার ইঙ্গিতবহ।

২। বামপন্থার মিলিত শক্তি সর্বোচ্চ সাধ্যে ক্রিয়াশীল হলে সেটাই বিকল্প হিসাবে ভেসে উঠতে পারে। জনগণের গ্রহণযোগ্যতা ও তাদের সমর্থনে অংশগ্রহণেই এটা বাড়বাড়ন্ত হতে পারে। তবে শ্রেণি আন্দোলন ও সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমন্বয় সাধন করে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে এগুতে হবে।

৩। বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদী দুই প্রধান শক্তি মিলে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারা, উদারপন্থী পেটি বুর্জোয়া ধারা, ধর্মীয় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক ধারা ও বামপন্থী ধারা—এই চার রাজনৈতিক শক্তির অবস্থান, সমীকরণ, গতি প্রকৃতিতে ভবিষ্যত রাজনৈতিক শক্তির অবস্থান ও নব বিন্যাস স্থাপিত হবে। কে কার মুখোমুখি হবে, কারা নির্ধারক কিংবা সহযোগী হবে আর শ্রেণিগত মোকাবেলা কিরূপ নেবে — জনগণের শক্তি সমাবেশ কি মাত্রায় কোন দিকে ঝুঁকবে তা পরিষ্কার হতে থাকবে।

করণীয় :

বুর্জোয়া বনাম বুর্জোয়ার বিপরীতে বুর্জোয়া বনাম বাম সমীকরণে যেতে হলে :

ক। বামপন্থীদের বৃহত্তর ঐক্যের সাংগঠনিক কাঠামো, ঐক্যবদ্ধ কর্মকাণ্ড পরিচালনার সার্বিক আয়োজন প্রস্তুতি, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন লক্ষ্যে দাবিনামা তৈরি করা দরকার হবে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য সর্বসম্মত আচরণবিধিও লাগবে। মিলিত অর্থ তহবিল প্রয়োজন হবে।

খ। জনগণের মেজাজ, অংশগ্রহণ ও অন্য সকল আনুষঙ্গিক বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচনকে আন্দোলন-সংগঠন বিকাশ, শাসক শ্রেণির উন্মোচন ও গণচেতনার মানোন্নয়নে দেখতে হবে। গণঅভ্যুত্থানমুখী করেই আন্দোলন ও নির্বাচনকে নিতে হবে। ১৯৬৯ ও ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে।

গ। সকল দলের শ্রেণি সংগঠন, গণসংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনসমূহকে ঐক্যের কাঠামোতে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। চলে আসা দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতাভাব কাটিয়ে উঠতে ও বিরোধ মিটিয়ে আনতে যৌথ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কেন্দ্র থেকে নিতে হবে।

ঘ। জনগণের সাথে সংযোগ বাড়াতে বামদের একটা পত্রিকাসহ নানা প্রচার মাধ্যম ব্যবহারের চেষ্টা চালাতে হবে।

ঙ। প্রথমেই এক মঞ্চ না হলেও যুগপৎ ধারায় ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ হয়ে এক অবস্থানে দাঁড়ানোর ঐকান্তিক চেষ্টা থাকতে হবে।

মিল :

১। আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাস করি। আমরা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজের আমূল পরিবর্তন তথা বিপ্লবাত্মক রূপান্তর চাই। চূড়ান্ত লক্ষ্য সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্র।

২। সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ বিরোধী শক্ত অবস্থানে আমরা দাঁড়াব। ধর্মান্ধ জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র জাতীয়তা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-যুদ্ধোন্মাদনার বিরুদ্ধে জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী শক্তি তৈরি করবো।

৩। দলগত ও জোটগত উভয় প্রক্রিয়াতেই আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলবো। তবে তা হবে সমঝোতামূলক। দলের শক্তিবৃদ্ধি জোটের সামর্থ্যবৃদ্ধি করে আবার জোটের শক্তি, জন সমর্থন ও সামর্থ্য বৃদ্ধি দলের বিকাশের সহায়ক ও পরিপূরক হয়।

৪। গণসংগঠনসমূহের জোটবদ্ধ আন্দোলন ক্রিয়াশীল রাখতে ও ঐক্য কাঠামো নির্মাণ ও রক্ষায় সদা তৎপর থাকা।

৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক ঘোষণা : সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাংবিধানিক অঙ্গীকার জনগণের ক্ষমতায়ন অর্থে গণতন্ত্র, শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অর্থে সমাজতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিভাজন-বিভক্তি মুক্ত সেক্যুলার রাষ্ট্র ও

সমাজ, স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদের প্রতি বুর্জোয়াশ্রেণি বিশ্বাস ঘাতকতাকে সুবর্ণজয়ন্তীতে উন্মোচন ও তা রক্ষা ও বাস্তবায়নের দাবি যে বামপন্থীদের—এটাকে সামনে আনতে হবে।

মত প্রার্থক্য :

১। বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে : জনগণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, জাতীয় গণতান্ত্রিক, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তর, গণতান্ত্রিক।

২। ভারত সম্পর্কে : আধিপত্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী, শক্তিশালী মুৎসুদ্দি।

৩। প্রধান শত্রু নির্ধারণে : বাংলাদেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি, মুৎসুদ্দি শ্রেণি, মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ভারতীয় আধিপত্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ

৪। নির্বাচন নিয়ে : ভোট ব্যবস্থার কার্যকারিতা বা উপযোগিতা নাই। তাই ভোটে অংশগ্রহণ দরকার নাই, তা নিঃশেষিত। ফলে নিরস্ত্র-সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র বিকল্প। ভোটকে শাসকশ্রেণি ক্ষমতারক্ষার কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে জালিয়াতি জোচ্চোরিতে নিয়ে গেছে। কিন্তু জনগণের ভোটের অধিকার প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। আন্দোলনের অংশ হিসেবে ভোট করা কিংবা বর্জন করা উভয় প্রক্রিয়াতেই ধাপে ধাপে গণআন্দোলন বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে তাকে নিঃশেষ করা যাবে। তখন জনগণই ভোটের বিকল্প গণঅভ্যুত্থানের পথে হাঁটবে।

৫। জোট গঠন প্রসঙ্গে : বৃহত্তর বাম জোট গড়ার দুঃসাধ্য চেষ্টায় সময়ক্ষেপণ না করে দলীয় উদ্যোগে কাজ করা অধিক ফলপ্রসু হবে। যতটুকু ঐক্য ঘটে তাতে সন্তুষ্ট থেকেই দলীয় ও জোটবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু শক্তি খণ্ডিত রেখে সময়ের দাবি পূরণ না করে চলতে যাওয়ার শতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা কি আমাদেরকে পূর্বাবস্থায় থাকার নির্দেশ করে?